নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১১০.২০১৮. ৯৫

তারিখ: ৩০ মাঘ ১৪২৬ / ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদের ৩১ গাইবান্ধা-৩, ১৮৩ ঢাকা-১০ ও ৯৮ বাগেরহাট-৪ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।

সূত্র: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আধাসরকারি পত্র নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০১.২০.৮৮ তারিখ: ০৯.০২.২০২০

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ২১ মার্চ ২০২০ তারিখ শনিবার একাদশ জাতীয় সংসদের ৩১ গাইবান্ধা-৩, ১৮৩ ঢাকা-১০ ও ৯৮ বাগেরহাট-৪ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অর্পিত দায়িত্ব পালন সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশনের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জানিয়েছে যে নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গন ভোটকেন্দ্র হিসেবে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত হবে।

৩। উক্ত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অতীতের মতো এই নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন মর্মে সরকার আশা করে। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধান সংবলিত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নম্বর আইন)-এর ২ এর (ঘ) এবং ৪ এর (৩)(৪)(৫) ধারা অনুসারে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপে নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজ চাকুরির অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫। এমতাবস্থায়,

(ক) উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে আইন ও বিধি মোতাবেক অর্পিত দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ই অনুসারে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৩.০২.২০২০

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১১০.২০১৮. ৯৫

তারিখ: ৩০ মাঘ ১৪২৬ / ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

অনুলিপি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব,..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/খুলনা/রংপুর।
০৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮। কমিশনার, রংপুর, ঢাকা ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ।
০৯। উপমহাপুলিশ পরির্দশক, রংপুর, ঢাকা ও খুলনা রেঞ্জ।
১০। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা/ঢাকা/বাগেরহাট ।
১১। পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা/ঢাকা/বাগেরহাট।
১২। আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার, ঢাকা/খুলনা।
১৩। জেলা নির্বাচন অফিসার ও রির্টানিং অফিসার, গাইবান্ধা ।
১৪। জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা/গাইবান্ধা/বাগেরহাট।
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট), ।
১৬। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....।
১৭। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

সদয় অবগতির জন্য:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩.০২.২০২০

(মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd